দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR. 21 200

বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা শিক্ষকের তুলনায় তিনগুণ, যা চরম অসঙ্গতিপূর্ণ

শফিকুজ্জামান পিন্টু ॥ দেশের দশটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭ শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকলেও ছয় শিক্ষার্থীর জন্য কর্মরত রয়েছেন একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী। শিক্ষকের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা প্রায় তিনগুণ থাকার ঘটনাকে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন চরম অসঙ্গতিপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছে। কমিশন শিক্ষক বাছাই মেধার ভিত্তিতে নিশ্চিত করার জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে রেটিং হওয়া জরুরী বলে কমিশন মনে করে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক ও ছাত্রের বিদ্যমান অনুপাত (১:১৭) আদৌ সন্তোষজনক নয় বলে কমিশন মত প্রকাশ করেছে। তবে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্গে শিক্ষার্থীর অনুপাত (১:৬) অস্বাভাবিক। এদিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত ১:১৭ হলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৩শ' অধিভুক্ত কলেজে এই অনুপাত ১:২৫, যা খুবই অসন্তোষজনক বলে উল্লেখ করেছে মঞ্জুরি কমিশন। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের রিপোর্টে (২০০০) দেশের দশটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশৃঙ্খল ও গোঁজামিল অবস্থার এক চিত্র ফুটে উঠেছে। গত সোমবার জাতীয় সংসদে এই রিপোর্ট পেশ করা হয়। রিপোর্টে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জাতির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উচ্চ শিক্ষার নীতি বাস্তবায়ন করতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মূল কাজ শিক্ষা ও গবেষণা হলেও কেবল শিক্ষাদান কর্মসূচীই পালিত হচ্ছে না। আর গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের নবদিগন্ত উন্মোচন তো অনেক দূরের কথা।

মঞ্জুরি কমিশন রিপোর্ট

রিপোর্টে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর হিসাব তুলে ধরে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। দশটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী ৭৭ হাজার ৮৬৫, মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারী ১৩ হাজার ৩৬ এবং মোট শিক্ষক ৪ হাজার ৬০৮ জন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মোট ৭৭ হাজার ৮শ' ৬৫ শিক্ষার্থীর মধ্যে আবাসিক সুবিধা ভোগ করে ৩৪ হাজার ৭৪৩ জন, যা শতকরা হিসাবে ৪৪ দশমিক ৬২ ভাগ।

এদিকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানকারী ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনরকম উচ্চতর ডিগ্রী নেই শতকরা ৪৭ দশমিক ২৩ ভাগ শিক্ষকের। হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষকের সংখ্যা প্রতিবছরই কমছে। ১৯৯৮ সালে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারী শিক্ষক ছিলেন ৪০ ভাগ, ১৯৯৯ সালেও ৪০ ভাগ। ২০০০ সালে পিএইচডি ডিগ্রীধারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫ ভাগে। অন্যদিকে উচ্চতর ডিগ্রী ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ঘটনা বেড়েই চলেছে। '৯৮ সালে উচ্চতর ডিগ্রীবিহীন শিক্ষক ছিলেন ১৩শ' ২৮ (৩১ দশমিক ১৪) এবং '৯৯ সালে ১৩শ' ৩ জন (২৯ দশমিক ৬৭)। ২০০০ সালে উচ্চতর ডিগ্রীবিহীন শিক্ষকের সংখ্যা দাঁড়ায় ২২শ' ২৩, যা শতকরা ৪৭ দশমিক ২৩ ভাগ।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে মাথাভারি প্রশাসন। স্বাভাবিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষকের সংখ্যা থাকার কথা বেশি এবং অধ্যাপকের সংখ্যা থাকার কথা কম। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন অধ্যাপকের ছড়াছড়ি। ১২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে জরিপ করে দেখা গেছে, ২০০০ সালে অধ্যাপক পদে কর্মরত ছিলেন ১৫শ' ৭০ শিক্ষক (৩৩ দশমিক ৩৫ ভাগ) এবং প্রভাষক পদে কর্মরত ছিলেন ১ হাজার ৫৮ শিক্ষক (২২ দশমিক ৪৮ ভাগ)। এ ছাড়া সহযোগী অধ্যাপক পদে ৭শ' ১১ (১৫ দশমিক ১১ ভাগ) এবং সহকারী অধ্যাপক পদে ১২শ' ৭৩ শিক্ষক (২৭ দশমিক ৪ ভাগ) কর্মরত।

এদিকে দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ২০০০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নরত ছিল ৭৭ হাজার ৮৬৫ শিক্ষার্থী। এক দশক আগে শিক্ষার্থী ছিল ৫১ হাজার ৮৬১। এক দশকের ব্যবধানে শিক্ষার্থী বেড়েছে ২৬ হাজার ৪ জন।